শিবনারায়ণ রায়

কিংবদন্তী অনুসারে জসীমউদ্দীন যখন তাঁর‘কবর’ কবিতাটি লেখেন তখন তিনি ফরিদপুর জেলা স্কুলে দশম শ্রেণীরছাত্র।আমাদের সময় ম্যাট্রিকপরীক্ষার জন্য ঝিবিদ্যালয় নির্দিষ্ট অবশ্যপাঠ্য বাংলা সংকলনে ওই কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল ।অর্থাৎ আমিও যখন দশমশ্রেণীর ছাত্র তখনই জসীমউদ্দীনের কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ।আমি তার বেশ কিছু আগেই আমার মা-র রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বৎসরাধিককাল ধরে তাঁকে পূর্ণাঙ্গ কাশীরাম দাস পড়ে শুনিয়েছি। এখনকার ছাত্রছাত্রীদেরকাছে শুনতে প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকলেও কাশীরাম দাসের পরেই যিনি আমাকেকাব্যলোকের অক্ষয় ঐশ্বর্যের কিছুটা আভাস দেন তিনি মাইকেল মধুসূদন।বয়সে আমার চাইতে পাঁচ/ছয় বছরের বড় দিদি যেদিন এক অবিস্মরণীয়অপরাহ্নে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ আমাদের পড়ে শুনিয়ে ছিলেন , সেদিনকিছু বুঝে অনেকটাই না-বুঝে আমি সেই ধ্বনিচিত্রধৃত রাজকীয় বেদনায়আপ্লুত হয়েছিলাম ।তারপর ইংরাজী ভাষায় খানিকটা রপ্ত হওয়ার পরকীটস্, শেলি, হুইটম্যান প্রমুখ কবিদের সঙ্গে পরিচিত হই। তখন আমারবয়স চোদ্দো পেরোয়নি , ফলে অবশ্যপাঠ্য সংকলনে জসীমউদ্দীনের সঙ্গে পরিচয়হবার আগেই তাঁর কবিতার আবেদনে সাড়া দেবার যৎকি ঞ্চিৎ সামর্থ্য অর্জনকরেছিলাম।

অবশ্যপাঠ্য কবিতা সকলেসাধারণত সহজেই বিস্মৃত হয়। কিন্তু আমার এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে‘কবর’ কবিতাটি আমার চেতনায় গভীর দাগ কেটেছিল ।একটিকবর ; তার ওপরে ছায়া বিছিয়েছে একটি ডালিম গাছ ; মাথায় শাদাটুপি, শাদা চুল ,শাদা দাড়িগোঁফ , সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়া একটিবৃদ্ধের স্মৃতিসজল কণ মুখ ; এবং তার হাত ধরে তার দিকে নিস্পাপচোখমেলে দাঁড়িয়ে থাকা একটি দরদি বালক । সেই হৃদয় সংবাদী ছবিটিকেধারণকরে আছে মায়াময় এক অনুপস্থিতি --- ওই বালকটির দাদি। ডালিমগাছ তখনও পর্যন্ত দেখিনি , তার উল্লেখ থাকায় কল্পনা যেনরোম্যান্টিক কিছুরও আভাস পেত।

কিন্তু আমাদের যিনি বাংলারশিক্ষক ছিলেন তিনি ক্লাসে এই কবিতাটি পড়াতে গিয়ে তেলে বেগুনেজ্বলে উঠলেন। তাঁর নাম ভুলেছি , কিন্তু চেহারাটি মনে আছে। মাথায় কদমছাঁট চুল, চোখ দুটি সর্বদাই রক্তবর্ণ , শিরাবহুল হাত, পরনে ধোপ না পড়াগরদের নোংরা পাঞ্জাবি। তিনি বললেন ,কর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান দ্যাখ্ ---- পড়বেহিন্দু ছেলেরা , পড়াবেন হিন্দু শিক্ষক,আর বিষয় কি না কবর! তোরা কিকখনও কবর দেখেছিস্ , না দেখবি? তারপর দ্যাখ্ কি ভাষা ! কোনো অভিধানেএই সব বিজাতীয় শব্দ পাবি? মোনোজাত, ভেস্ত, নাজেল ? এসব কি? আমাদেরতো সবইগেছে , এবার মোছলমানরা আমাদের ভাষাটারও দফারফা করবে। এবারহয়তো নতুন করে উর্দু - ফার্সি জবান শিখতে হবে। ইংরেজরা আমাদের দেশথেকে চলে গেলে কী যে দশা হবে আমাদের !

শিক্ষক মহাশয়ের এইউষ্মার কারণ তখন আদৌ বুঝতে পারিনি, কারণ অপরিচিত শব্দগুলিরঅর্থ কবিতাটির নীচেই দেওয়া ছিল এবং অন্য ছাত্রদের কথা জানিনা , কবিতাটিবুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয়নি , বরং ওই বৃদ্ধেরকথা ভেবে আমার চোখসজল হয়েছিল। কর্ণ কিংবা রাবণের ট্র্যাজেডি এখানে নেই ; এ - কাহিনীরদুঃখ নিতান্তই সাধারণ মানুষের।এখন অবশ্য পিছন দিকে তাকিয়ে অবিভক্তবাংলার তৎকালীন ইতিহাসের গতি দেখতে পাই এবং বুঝতে পারি আমাদের বাংলা শিক্ষক কেন সেদিন অতটাউত্তেজিত হয়েছিলেন ।তিনি ছিলেন হিন্দু তায় উচচবর্ণের হিন্দু । উনিশ শতকেএবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে অবিভক্ত বাংলার সামাজিক - সাংস্কৃতিক -আর্থিক - রাজনৈতিক মাতববরির প্রায়

একচেটিয়া অধিকার দখল করেবসেছিলেন ইংরেজের ছত্রছায়ায় ইংরেজি শিক্ষিত শহরবাসী, 'উচুঁজাতের' বাঙালি হিন্দুর া। বিশের দশকের শেষ দিকে এবং ত্রিশের দশক জুড়ে এই একচেটিয়া মাতববরিঅনেকটা ভেঙে পড়ে। আমাদের শিক্ষক হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন এবংজসীমউদ্দীনের কবিতার প্রতি তাঁর আক্রোশ সেই্ পরিবর্তনেরইপ্রতিক্রিয়া।

২

কলেজে পড়ি । সাহিত্য চিদ্রুত বদলাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অন্তত প্রথম পঞ্চাশ /ষাট বছর কবিতায় শহর এবং গ্র ামের একটা জীবন্ত যোগসূত্র বজায় রেখেছিলেন । বিশের দশকে এল্মহার্স্টের সহায়তায় এবং শ্রীনিকেতনের উদ্যে াগসত্ত্বেও তাঁর সাহিত্য সাধনায় এই যোগসূত্র ক্রমে ক্ষীণ হয়ে পড়ে । তিরিশেরদশকে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা নবযুগের প্রধ ান

হয়েদেখা দিলেন তাঁরাবেশিরভাগই শহুরে মানুষ। বিশেষ করে বাংলা কবিতার জগতে তিরিশের দশকে যাঁরা রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যথেকে সরে এসে আধুনিক কবিতার জগৎ নির্মাণ করলেন , গ্রাম ছিল তাঁগের কাছেঅপাংক্তেয় বিষয়। তাঁদের বাস কলকাতায়;তাঁদের কল্পনায়;প্রকাশভঙ্গিতে , তত্ত্বজগতে মুখ্য প্রভাব সমকালীন পশ্চিমের। সুধীন্দ্রনাথ ,অমিয় চক্রবর্তী , বুদ্ধদেব বসু , বিষ্ণু দে --- প্রত্যেকেই মেজাজেরদিক থেকে ঋিনাগরিক। বুদ্ধদেব পূর্ববঙ্গ থেকে এলেও কলকাতা হয়ে ওঠে তারসাধনার কেন্দ্র। জীবনানন্দ রূপসী বাংলা -র কবি হলেও পূর্ববঙ্গ গীতিকা মোটেই তাঁর কাব্যাদর্শ ছিলনা ---- বরং তঁ ারকবিতায় ইয়েট্স - এর প্রভাব স্পষ্টতর। এই নাগরিক কাব্যের জগতে গ্রামের কবিজসীমউদ্দীনের পক্ষে কলকে পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল ।

বস্তুত তিরিশের দশকে বাংলাসাহিত্যে আমাদের অর্থাৎ তণ পাঠকদের সাহিত্যচি গড়ে তোলায় প্রধানভূমিকা ছিল বুদ্ধদেবের কবিতা এবং সুধীন্দ্রের পরিচয় পত্রিকার । অল্প সময়ের জন্য বিচিত্রাকিছুটা প্রভাব ফেলে । ভাবতে আশ্চর্য ল াগে যে , বয়সের হিসাবেতিরিশের / চল্লিশের দশকে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁরাবিশিষ্ট তথা মুখ্য কবিহিসাবে প্রতিষ্ঠা পান তাঁরা অনেকেইপ্রায় জসীমউদ্দীনের সমবয়স্ক । জসীমউদ্দীনের জন্ম ফরিদপুরেরতাম্বুল খানা গ্রামে জানুয়া রি৯০৪. জীবনানন্দের জন্ম৮৯৯, সুধীন্দ্রের এবংঅমিয়ের৯০১, বুদ্ধদেবের৯০৮, বিষ্ণুর৯০৯। জসীমউদ্দীনের দুইপ্রধান ক াব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রথমটি নক্সী কাঁথার মাঠপ্রকাশিত হয়৯২৯ সালে, তারপর৯৩৪ সালে সোজন বাদিয়ার ঘাট। সার াজীবন ধরে তিনি প্রচুর পদ্য এবং গদ্য লিখেছেন , তবে তাঁর স্থায়ীকৃতি এই দুটি কাব্যগ্রন্থ । রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা কবিতার বিকাশে এইদুটি কাব্যগ্রন্থ প্রায় কোনো প্রভাবই ফেলেনি। তিরিশের এবংচল্লিশের দশকের 'আধুনিক' বাংলা কবিতা নিয়ে সম্প্রতি অনেকেইগবেষণা- গ্রন্থাদি লিখেছেন বা আলোচনা করেছেন। কিন্তু যে পঞ্চপাণ্ডবতাঁদের জগতের প্র ায় সবটাই জুড়ে থাকেন জসীম্উদ্দীন তাঁদের মধ্যে পড়েননা । জসীম্উদ্দীনের বরাত মন্দ -----৯২৯ সালে নক্সী কাঁথার মাঠপ্রকাশের ঠিক আগেই বিশের দশক জুড়ে বাংলার কাব্যজগতে মুকুটহীনবাদশা হিসাবে রাজত্ব করে গেছেন নজল ইসলাম। বয়সের ব্যবধান মাত্র চার বছরের ,কিন্তু সেই যে 'বিদ্রোহী' লিখে নজল বাংলার শিক্ষিত তণ চিত্ত জয় করলেন তারপর প্রায়এক দশক ধরে জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই নবাগত কবিরপ্রাণ প্র াচুর্যকে প্রকাশ্যে সংবর্ধিত করলেন । অগ্নিবীণা(১৯২২) , বিষের বাঁশি (১৯২৪), ভাঙার গান(১৯২৪), সাম্যব াদী(১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ফণিমনসা(১৯২৭), ---- আগুন আর ঝোড়ো হাওয়ায় এই পটভূমিতে নক্সী কাঁথার মাঠ(১৯২৯) - কে যদি মেঠো এবং জোলো ঠেকে থাকে তাতে আমাদেরবিস্মিত হবার কারণ দেখিনা।১

তিরিশের দশকে নক্সি কাঁথারমাঠ পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয় সংবাদী হওয়ার আগেই দেখা দিল কবিতা পত্রিকা এবং প্রতিষ্ঠাপেল পরিচয় প্রচারিত আধুনিক সাহিত্যচি। নজলের প্রবলপ্রাণশক্তি এবং দুর্লভ প্রতিভা জসীম্উদ্দীনের ছিলনা । ঋিবিদ্যালয়থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করা সত্ত্বেও জসীম্উদ্দীনের সাহিত্যজ্ঞান ছিলমুখ্যত পল্লীগীতিতেই সীমাবদ্ধ। বাংলা সাহিত্য - সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ জগৎ যেশহরের শিক্ষিতজনদের মধ্যে আবদ্ধ নেই ---- তার প্রায় অনিঃশেষ এবং অবহেলিত বিরাট অংশ যেবাংলার গ্রামাঞ্চলেই সৃজিত এবং রক্ষিত , এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ পদ্মাবাসকালেআবিষ্কার করে থাকলেও এটিকে শিক্ষিত চেতনায় কিছুটাপ্রতিষ্ঠা দেন দীনেশচন্দ্র সেন ।২ দীনেশচন্দ্রের আনুকূল্যে জসীম্উদ্দীনকলকাতা

ঝিবিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক পদে নিযুক্ত হন এবং গ্রামাঞ্চল থেকেপ্রচুর পুঁথি , গান, তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। তিরিশের দশকের বেশিরভাগসময় ধরে এই মূল্যবান কাজে তিনি নিযুক্তছিলেন কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরযারা পথিকৃৎ , তাঁদের কাছে এ-কাজের কোনো কদর ছিল না । তাঁদেরসাহিত্য যাদের আকৃষ্ট করেছিল , পল্লীগ্রাম সম্পর্কে ত াদের না ছিল বিশেষপ্রাণের টান, না ছিল সত্যিকারের আগ্রহ ।অবশ্য উপন্যাসের জগতে পল্লীগ্রামেরপ্রবেশ ঘটেছিল , কিন্তু কবিতার জগৎ থেকে তা সচেতন ভাবেই অবসৃত হয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি , বন্দীরবন্দনা, কঙ্কাবতী, উর্বশী ও আর্টেমিস, চোরাবালি , অর্কেষ্ট্রা,ত্রন্দসী, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, খসড়া, একমুঠো ----এসব ক াব্যগ্রন্থপড়বার পর নক্সীকাঁথার মাঠ অথবা সোজন বাদিয়ার ঘাট পড়তে সেযুগে আমিও আগ্রহ বোধ করিনি।
অবশ্য নক্সী কাঁথার মাঠ - এর যে সাধারণ পাঠক জোটেনিএমন নয় ।৯২৯থেকে৯৩৭, এর মধ্যে এই কাব্যগ্রন্থটির তিনটি সংস্করণপ্রকাশিত হয়। অর্থাৎ পাঠক ছিল , কিন্তু ঝিসাহিত্যের কোনো খোঁজতারা রাখত না । আমার চেনাজানার

মধ্যে সে - কালে একজন মাত্রবিদুষী পাঠিকা আমার কাছে এই কাব্যগ্রন্থটির উচচপ্রশংসাকরেন। সেন্ট পলসকলেজের অধ্যাপক মিলফোর্ড সাহেবের স্ত্রী মিসেস ই.এম.মিলফোর্ড যত্ন করে বাংলা শিখেছিলেন । আমি তখন ইংরেজী অনার্সের ছ াত্র। কখনোকখনো তাঁর কাছে যাই কাব্য আলোচনার সূত্রে --- তিনি নানা দেশের নানা ভাষার ক বিদের উল্লেখ করেন।তিনি আমাকে বললেন, জসীমের বইটি বাংলা সাহিত্যের একটি দুর্লভ যদিওঅবহেলিত রত্ন। বইটিকে তিনি স্বয়ং ইংরাজীতে অনুবাদ করেন,৯৩৯সালেঅক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে সেটি The Field of Embroidered Quilt নামে প্রকাশিত হয় । অনেক পরে পূর্ব
পাকিস্তানে ,জসীম্উদ্দীন তখন খুবই সুপ্রতিষ্ঠিত , তার সোজন বাদিয়ার ঘাটকাব্য গ্রন্থটির ইংরেজি তর্জমা করেন বি. পেইন্টার এবং ওয়াই .লাভলফ। সেটি লণ্ডন থেকে৯৬৯ সালে *Gipsy Wharf* নামেপ্রকাশ করেন বিখ্যাত
প্রকাশক অ্যালেন অ্যান্ডআনউইন।

৩
বিদেশিনিরা যতই তারিফকন, তিরিশের দশকের কলকাতার সাহিত্যজগতের নব্য এলিট সমাজজসীম্উদ্দীনের কবিকৃতিকে বিশেষ মূল্য দেননি। নগর এবং গ্রামের ব্যবধানের সমস্যা ছিল। সেই উনিশশতকের মতো বিশ শতকেও আধুনিকতার উৎস ছিল পশ্চিম। যাঁরা নিজেদেরপ্রগতিশীল বলতেন তাঁরা অনেকে ছিলেন একই সঙ্গে টি . এস্. এলিয়ট এবংমায়াকোভস্কির ভক্ত।শহুরে, বিদগ্ধ, পশ্চিমমুখী, প্রগতিপন্থী'সৌখিন মজদুরদের' জগতে জসীম্উদ্দীন আত্মীয় খুঁজে পাননি।

অপরপক্ষে ওই সময়েঅবিভক্ত বাংলায় হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ত্রমেই প্রকট হয়ে উঠছিল।দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন শেষ হিন্দু নেতা, বাংলার মুসলমান সমাজ যাকে নিজেদেরআত্মীয় জ্ঞান করত।৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সেই শূন্যস্থান পূর্ণকরবার মতো আর কোনো হিন্দু জননেতা দেখা দেননি। বস্তুত বঙ্গদেশে হিন্দুদের মধ্যেযাঁরা বেশ উদার দৃষ্টিসম্পন্ন এবং মান্য গণ্য ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের ভিতরেঅনেকেই৯২৪-২৫ সালে মারা যান ---- আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতে াষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু,সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং চিত্তরঞ্জনদাশ। তাঁদের পরে যে সব সংকীর্ণ দৃষ্টি নেতারা অ াসেন তাঁরা সর্বদাইসশঙ্কিত --- এই বুঝি কোনো না কোনো আইন তাঁদের স্বার্থে আঘাত হেনেসংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম াজের সুবিধে করে দেয় ।আইন পরিষদে জমিতে চাষিরঅধিকার বিষয়কপ্রস্তাব, বাধ্যতামূলক প্রাথমিকশিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ---- প্রতি ক্ষেত্রেই হিন্দু নেতারাপ্রবল আপত্তি তোলেন।৪ হিন্দু মুসলমানের বিরোধ প্রবল হয়ে উঠতেথাকে , এবং ব্রিটিশ সরকার স্বভাবতই সে বিরোধে উস্কানি দেয়।৯২৬ সালেরএপ্রিল মাসে কলকাতায় ব্যাপক ভাবে হিন্দু মুসলমান দ াঙ্গা বাঁধে।বিস্তর স্ত্রী- পুষ খুন হয়, কয়েকশো লোক আহত হয়, দোকানপাটঘরবাড়ি পোড়ে, লুঠপাটের অন্ত থাকেনা। ক্য ালকাটা গেজেট অনুযায়ীওই দাঙ্গায়মৃতের সংখ্যা ছিল চুরাশি আহতদের পাঁচশো চুয়াল্লিশ। দাঙ্গাথামাবার সামর্থ্য পুলিশের ছিলনা, শেষ পর্যন্ত সেনাদলের রেজিমেন্ট নামাতেহয়েছিল।৫ এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার প্রতিত্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ

লেখেনতাঁর ‘ধর্মমোহ’ কবিতা; শান্তিনিকেতনে উপাসনা মন্দিরেতাঁর ভাষণে বলেন, ‘নাস্তিকতার আগুনে সব ধর্মবিকারকে দগ্ধকরা ছাড়া , একেবারে নুতন করে আরম্ভ করা ছাড়া আর কী পথ আছে,বুঝতে তো পারিনে’।৬

এরপর বাংলার রাজনীতির চেহারা দ্রুত পাল্টে যায় ।৯২৭সাল থেকে৯৩৬ সালের মধ্যে ছ’বারমন্ত্রীসভা বদল হয়, কিন্তু প্রত্যেকবারই মুখ্যমন্ত্রী হন মুসলমান।৭ হিন্দু নেতারা ক্রমে ই নিজেদের কাছে স্বীকার করে নেন যে ,অবিভক্ত বাংলায় তঁাদের মাতববরির যুগবিগত। দেশ বিভাগ হওয়ার বেশ কিছু আগে থেকেই হিন্দু নেতাদের কাছেএই বিভাগঅনিবার্য ঠেকে ছিল। মুসলমান- প্রধান পূর্ববঙ্গ আলাদা হয়ে গেলে হিন্দু -প্রধান পশ্চিমবঙ্গে মুখুজ্জে- বাঁড়ুজ্জে, ঘোষ- বোস, দাশগুপ্ত- সেনগুপ্তদেরমাতববরি বজায় রাখা কঠিন হবে না। তা যে সত্যিই কঠিন হয়নি দেশ বিভাগেরপর, গত পঞ্চাশ বছরেরওবেশি সময়ে তাপ্রমাণ হয়েছে।

৩

এখন দেশের যখন এই আবহাওয়া,হিন্দু উচচবর্ণশাসিত পশ্চিমবঙ্গে তথা বিদগ্ধ - অধ্যুষিত রাজধানী কলকাতায় ,জসীমউদ্দীনের মতো নম্র , নিম্নকণ্ঠ, গ্রামকাহিনী ভিত্তিক কবির পক্ষেউচচবর্ণের সমাজে স্বীকৃতি পাওয়াপ্রায় অসম্ভব ছিল। বিশের দশকে দীনেশ চন্দ্র সাধ্যমতো সহায়তা করেছেন ।যদিও তিনি৯৩৯পর্যন্ত জীবিত ছিলেন , তখন তিনি বৃদ্ধ, তাঁর সাধ্যওনিতান্ত সীমাবদ্ধ । জসীমউদ্দীন কয়েকদিনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারের পদে কাজ করেন।
বিশের দশবেকর শেষ দিকেঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক এবং ছাত্রের উদ্যোগে যে ‘বুদ্ধিরমুক্তি’ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ততদিনে তা অবসিত । তা ছাড়া শিখাপত্রিকার র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠীর সঙ্গে জসীমউদ্দীনের মেজাজের যেখুব একটা মিল হত এমন মনে হয় না ।৮ তিনিও নজল এবং শিখা গোষ্ঠীরসদস্যদের মতো সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক মনের মানুষ বটে ,কিন্তু তাঁরপ্রকৃতি এঁদের মতো লড়াকু নয়। দেশবিভাগের কয়েক বছর আগেঅধ্যাপনার কাজ ছেড়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পাবলিসিটিঅফিসারের পদে যোগ দেন। সে সময়ে তাঁর নিত্য সঙ্গী এবং সম্ভবত সহকর্মী ছিলেনতাঁর প্রায় সমবয়সী সঙ্গীতশিল্পী আববাসউদ্দীন আহ্মদ। তিনি ছিলেনবাংলা সরকারের রেকর্ডিং একসপার্ট এবং পরে অতিরিক্ত সঙ্ - পাবলিসিটিঅফিসার হন।

দেশ বিভাগের কিছু আগে , সম্ভবত৯৪৬ সালে , জসীমউদ্দীনএবং আববাসউদ্দীন দু জনের সঙ্গেই আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। আমিতখন সদ্য মানবেন্দ্র নাথ রায়ের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি।৫, বঙ্কিমচাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীটের তিনতলার অনেকটাই তখন মানবেন্দ্র অনুগামীর‍্যাডিক্যালদের দখলে ছিল।সেখানে প্রায়ই আসতেন ‘শিখা’আন্দোলনের এককালীন বৌদ্ধিক নেতা কাজী আবদুল ওদুদ। অসাম্প্রদায়িক এবং র‍্যাডিক্যাল দৃষ্টিসম্পন্ন অনেক তণ মুসলমান ভাবুক এবং সাংবাদিক ও সে-সময়ে ওই দপ্তরে যাতায়াত করতেন। ৯ বস্তুত মানবেন্দ্রনাথ যাঁদের সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত এবংকর্মোদ্যমে যুক্ত করেন তাঁদেরভিতরে অনেকেই ছিলেন মুসলমান। কলকাতায় এক সময়ে মানবেন্দ্রনাথের প্রধানচেলা ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ এবং সম্ভবত মুজফ্ফরের সূত্রে মানবেন্দ্রনাথেররচনাদি এবং তার অনুবাদ পড়ে নজলসাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মানবেন্দ্র নজলকে স্বাগত জানিয়েতাঁরপত্রিকায় লেখেন এবং তাঁকে মস্কোয় আনবার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু জসীমউদ্দীন সম্পূর্ণভাবেঅসাম্প্রদায়িক হলেও দৃষ্টিভঙ্গীতে বা চালচলনে র‍্যাডিক্যাল ছিলেন না। তিনি এবং আববাসউদ্দীন বঙ্কিম চাটুজ্জেষ্টিটের দপ্তরে আসতেন সম্প্রীতির সন্ধান পেয়ে। আমরা সকলেইআববাসউদ্দীনের গানের অনুরাগী এবং প্রায়ই তিনতলার সেই হলঘরে কখনোআববাসউদ্দীনের গানের আসর কখনো জসীমউদ্দীনের কাব্যপাঠের বৈঠকবসত।আমি ইংরেজির অধ্যাপক এবং কবিতা ভালোবাসি জেনে জমীমউদ্দীন নিদ্বিধায়তাঁর বেশকিছু কবিতার পাণ্ডুলিপি আমায় পড়তে দেন। সে পাণ্ডুলিপি যেএকজন গ্রাম্য কবির লেখা স্রেফ তাদের চেহারা দেখেই সেটা মালুম হত।যুদ্ধ সবেশেষ হয়েছে, উৎকৃষ্ট কাগজ মেলা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু জসীমউদ্দীন যে কাগজগুলিতে তাঁর কবিতা লিখে আনতেন সে গুলি যেমন জীর্ণ তেমনি নানা আকারের।কবির হস্তলিপি খুবই কাঁচা , যদিও তিনি বাংলায় এম্ .এ .তবু

পদেপদে তাঁর বানান ভুল। আমার চাইতে বয়সে আঠারো বছরের বড়ো, ভুলসংশোধন করতে খুব সংকোচ হত । কিন্তু জসীমউদ্দীনের মনে তা নিয়ে না ছিলকোন অভিমান , না সংকোচ। 'আমি ভাই গ্রামের লোক , সারা দেশ ঘুরেপুঁথি সংগ্রহ করেছি, নিজেও সেই মতো পুঁথিই লিখি। না হয় গুর দয়ায়এম্ . এ . টাই পাশ করেছি, তা বলে আমি তো পণ্ডিত নই। তোমরা এলেমদারওবটে , রসিকও বটে। তাই তো তোমাদের কাছে আসি।'

তাঁর কবিতা গুলি পড়েমনে হয়েছিল সুরের যোগে গান হিসেবে যদি বা তারা উতরে যায়ছাপার হরফেত্রুটি গুলি বড় প্রকট হয়ে পড়বে। আসলে জসীমউদ্দীনের যে সহজাতকবি- প্রতিভা ছিল অনুশীলনের অভাবে তা বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি।ভাষায় ব্যঞ্জনা সঞ্চারের দ্বারা যে অর্থ সমৃদ্ধি ঘটে সে- সম্পর্কে তিনি বিশেষসচেতন ছিলেন না। ফলে তাঁর মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যানিতান্ত কম না হলেও প্রথম যুগের দুটি কাব্য গ্রন্থের বাইরেকোনোটিই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মনে হয়না ।

দেশ বিভাগের পর জসীমউদ্দীনপূর্বপাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগে যোগ দেন৯৬২সালে ওই বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টরেরপদথেকে অবসর নেন। আমি গোড়াতেই বলেছি তিনি নজলের মতো বিদ্রোহী বালড়াকু প্রকৃতির ছিলেন না। তাঁর প্রকৃতিতে তেজ এবং মতেরচাইতে ক্ষিতি এবং অপ্ - এর প্রাধান্য ছিল ।তবে ষাটের শেষেরদিকে যখন পাকিস্তান সরকার , বেতার এবং দূরদর্শনে রবীন্দ্র সঙ্গীতপ্রচার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন তার বিদ্ধে যাঁরাপ্রতিবাদ করেন তিনিও তাঁদের দলে ছিলেন।

৯৭৫ সালে শ্বিবিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কয়েকমাসের জন্য যখন ঢাকায় যাই তখন বাংলা আকাদেমির অনুষ্ঠানে তাঁরসঙ্গে দেখা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরেনএবং তাঁর কমলাপুরের বাসায় নিয়ে যান । পুরানো দিনের নানা প্রসঙ্গওঠে, কিন্তু সমকালে বাংলা দেশে যা ঘটেছিল তা নিয়ে আলোচনায় তাঁকেঅনিচ্ছুক মনে হল। দেশের কাছে যা কিছু সম্মান সবই পেয়েছিলেন, সুতরাংমনে ক্ষোভ ছিল না । মনে হয়েছিল, হিসেব নিকেশ মিটিয়ে তিনি এখন যাবারজন্য প্রস্তুত । যেহেতু তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে শিল্পী জয়নাল আবেদিনেরকাছে যাই, দুই জনের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য তৎক্ষণাৎ চোখে পড়ে। আবেদিন তাঁর সেই ষাট ফুট দীর্ঘ কাগজেআঁকা বিরাট শেল দেখালেন, সোনার গাঁয়ে দেশীয় শিল্পীদের জন্য একটি গ্রাম এবং একটি কর্মক্ষেত্র গড়ারস্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করলেন, এ ব্যাপারে যাতে হুত্বড্রত্রট্রথ- কে আকৃষ্ট করা যায় সে উদ্দেশ্যে আমাকে দিয়েএকটা ইংরেজী খসড়া-প্রকল্প লিখিয়ে নিলেন।মানুষটি যেমোটেইফুরিয়ে যাননি, এখনও ভিতরে ভিতরে টগবগ করে ফুটছেন অল্পসময়ের মধ্যেই সেটা টের পাওয়া গেল। বাংলা গে;দশের দুর্ভাগ্য যদিওজয়নুল, জসীমউদ্দীনের চাইতে বয়সে এগারো বছরের ছোটো, দু জনেরই মৃত্যুঘটে ১৯৭৬ সালে , আমার সঙ্গে দেখাহওয়ার বছর খানেক পরে। জসীমউদ্দীনযেন চাষী গৃহস্থের সুমিষ্ট স্বভাবগামী, শান্ত, দুগ্ধবতী গাভীদুইচোখে গভীর স্নেহ। আর জয়নুল যেন অশ্বমেধের ঘোড়া, শ্রান্তিহীন, টগবগে,দূরদিগন্তে উধাও।

৪

অবশেষে নকসী কাঁথার মাঠ- এআসি ।১০ মনেপড়ে ময়মনসিংহ গীতিকা-এর সেই অমর পঙক্তি ঃ 'লাজ রত্তহইলকন্যার পরথম যৈবন?' দেব-দেবী নয় মানুষ- মানুষীদের কাহিনী নিয়েরচিত হয়েছিল এই গীতিকাগুলি ।আমাদেরশহুরে , শিক্ষিত মানুষেরচেতনায় যেমন গ্রাম বাংলার চাষি, জোলা, জেলে, কুমোর , পোটোএসবনিম্নবর্গের স্ত্রী-পুষদের সুখ- দুঃখের ক্কচিৎ ছায়া পড়ে, বাংলা কাব্যেরইতিহাসে তেমনি বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, মাইকেল,রবীন্দ্রনাথ, নজল,জীবনানন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়প্রমুখেরা যে ভাবে সমস্ত জায়গা জুড়ে আছেন তাতে পূর্ববঙ্গ গীতিকা -র পক্ষে সেখানে এককোণে আসনমেলা কঠিন । বস্তুত দীনেশচন্দ্র সেনের জীবনব্যাপী সাধনা না থাকলে এদেরঅস্তিত্বও হয়তো একদিন লুপ্ত হত । পূর্ববঙ্গ গীতিকা-র বিস্তৃত সম্পদসংগ্রহে জসীমউদ্দীন যেমন ছিলেন দীনেশ চন্দ্রের মুখ্য সহায়ক এই অবহেলিত ঐতিহ্যেরতিনি তেমনই সার্থকতম উত্তরসাধক কবি । স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিতহওয়ার পর থেকে জসীমউদ্দীনের সাধনা কৃ তি কে স্মরণকরার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেছি। কারণ বিস্তারমান কলকাতাপশ্চিমবঙ্গকে প্রায় গ্রাস করলেও নদীমাতৃক বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষ এখনোঢাকার কবলে পড়েনি , গ্রামীণ সমাজ-

সংস্কৃতি সেখানে এখনও জীবন্ত এবংসৃজনশীল । নজলের মতো প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং প্রাণ প্রাচুর্যেরঅভাবে জসীমউদ্দীন তাঁর সমকালে বাংলা কবিতার জগতে লক্ষণীয় কোনপ্রভাব ফেলতে পারেননি। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে , বিশেষ করেনতুন শতকে হয়তো সময় এসেছে যখনতাঁর সাধনা বাংলা কবিতার সামনে নতুনপথের সন্ধান দিতে পারে। বিশ্বায়নের প্রকোপেআমরা যখনপর্যুদস্ত, হয়তোনাগরিকতার বাইরে নজর দিলে আমরা নতুন করেভাবনার, ভালোবাসার, কল্পনার, বাঁচবার প্রেরণা পেতেও পারি।

নক্সী কাঁথার মাঠেরকাহিনী যেমন সরল তেমনই সংক্ষিপ্ত । কিন্তু গ্রাম্য কথকের রীতি অনুসরণ করেজসীমউদ্দীন সেই ছোট আখ্যায়িকা টিকে যেভাবে একটি কাব্য কাহিনীর পদিয়েছেন তাতে যেমন রঙ এবং রসের কোনো খামতি নেই সেই যাদুর বা শ্রোতার(বা পাঠকের) মন শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট করে রাখে ।পাণ্ডুলিপি পড়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ,'এই বই খানি সুন্দর কাঁথার মতোবোনা ।'ছেলেবেলায় মুগ্ধচোখে আমার পিসেমশায়কে নক্সী কাঁথা বুনতেদেখেছি। জীর্ণ ফেলে দেওয়া শাড়ির ওপরে শাড়ি সাজিয়ে তাতে নানা রঙেরসুতোয় সেকি আশ্চর্য কাকাজ! জসামউদ্দীন শুধু নক্সী কাঁথার মাঠের কাহিনীলেখেননি, ছন্দের সুতোয় শব্দগেঁথে তিনি এক মন কাড়া বিচিত্র ছাঁদের কাঁথাবুনেছেন।

কাহিনী সংক্ষেপে এই ।পাশাপাশি দুটি গাঁ -- মধ্যখানে ধূ ধূ মাঠ, আর জলীর বিল। তার একটি গাঁয়েথাকে পাইনামে একটি চাষির ছেলে - তার 'কাঁচা ধানের পাতারমতো কচি মুখের মায়া ', 'শাওন মাসের তমাল তব'মতোউজ্বল কালো তার গায়ের রঙ। পাশের গাঁয়ে থাকে সোনা নামে একটিমেয়ে --- যাকে দেখলে মনে হয় 'তুলসীতলায়প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝেরবেলা'। সেবার চৈত্র মাসে ভীষণ খরায় মাঠ শূণ্য খাঁ খাঁ,'বাউকুড়ানী'ঘূর্ণী বায়ু ধুলো ওড়ায় ।অবশেষে সোনার গাঁয়েরমেয়েরা 'মাথায় তাহার কুলোর ওপর বদ্না ভরা জল'নিয়ে বেড়িয়েপড়ল বাড়ি বাড়ি মাঙন নিয়ে মেঘেররাজাকে প্রসন্ন করতে।
সোনার আর পার চোখপরস্পরকে বিঁধল। পার আর ঘরে মন টেকেনা, নানা ছুতোয় সোনার বাড়িযায়। পাড়ায় তা নিয়ে কেচ্ছা রটল, কিন্তু সমস্যা মিটিয়ে দিলেন ঘটক। দরকষাকষি , মেয়ে পক্ষছেলে পক্ষের কর্তাদের মধ্যে চেঁচামেচিরপর্ব চুকিয়ে অবশেষে দুটি হাত এক হল। তারপর পুরো দশম পর্ব জুড়ে(আশি পৃষ্ঠার এই কাব্যকাহিনীমোট চোদ্দটি পর্বে বিভক্ত)একতন চাষী আর তার চাষিনীর অপপ জীবনচর্চার বিবরণ । কালিদাস বিরহী-বিরহিনীর নিকষিতবেদনার কাব্যরচনা করে অমরত্বে পৌঁছেছিলেন; ভারতচন্দ্র তারই যেনপাল্টা লিখেছিলেন বিদ্যা-সুন্দরের শরীরী সম্ভোগের অসংকোচ হকিকত।কালিদাস কী ভারতচন্দ্র , এমন কী রবীন্দ্রনাথ, কেউই জসীমউদ্দীনের ওপরেকোনও প্রভাব ফেলেননি। তাঁর নায়ক - নায়িকা যেমন সমাজেরঅন্যস্তরের মানুষ , তাদের ভালোবাসার প্রকাশও তেমনই অন্যরকমের।কার্তিকমাসে ক্ষেতের ধান পাকলে আর তাদের একটুকুও অবসরনেই । ধান কাটা,ধানের দলন মলন, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া - সময় কোথায় চুলবাঁধার , শাপলার লতা দিয়ে খোঁপা সাজাবার , সিঁদুরকিংবা কাজল পরার ।তারপর একদিন কাজের চাপ শেষ হয় , প তার বাঁশি ধরে, আর সোহাগভরে সোনা দেখতে চায় সে - বাঁশিরদৌড় কতদূর। সোনা বলে ;

'... "দেখো ,আরও কাছে এসো, বাঁশিটি লও ত হাতে
এমনি করিয়া দোলাও ত দেখিনোলক দোলার সাথে।"

বাঁশী বাজে আর নোলক যে দোলে ,বউ কহে আরবার,
আচ্ছা আমার বাহুটি নাকিগো সোনালি - লতার হার?
এই ঘুরালেম , বাজাও ত দেখি ,এরি মতো কোন সুর"
তেমনি বাহুর পরশের মতো বাজেবাঁশি সুমধুর ।
দুটি করে রাঙা ঠোঁট খানিটেনে কহে বউ , "এরি মত
তোমার বাঁশি তে সুর যদি থাকেবাজাইলে বেশ হত।"
চলে মেঠো বাঁশি দুটি ঠোঁটছুঁয়ে কল্মি ফুলের বুকে ,

ঠোঁটে চুমু রাখি চলে যেনবাঁশি , চলে সে যে কোন লোকে।
এমনি করিয়া রাত কেটেযায়; হাসে রবি ধীরি ধীরি,
বেড়ার ফাঁকেতে উকিঁ মেরেদেখে দুটি খেয়ালীর ছিরি ''।

না, এরা জন ডানেরপ্রেমিক - প্রেমিকা নয় , ভারতচন্দ্রের তো নয়ই , রবীন্দ্রনাথহয়তো অবস্থাটা কল্পনা করতেও পারতেন , কিন্তু তাঁরওপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিলনা ।

কিন্তু এত সুখ সইল না গাজনাধান নিয়ে লড়াই বাধল ।চাষি পা, প্রেমিক পাকে এবার হতে হলগ্রামের চাষিদের এক্কাট্টা লড়াইয়ের সর্দার ।তার 'আলী','আলী' হুঙ্কারে যেন আকাশথেকে বাজ পড়ার শব্দ ।সড়কি, লাঠি,কুড়োল, রামদা নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল সবাই , যারা চরের ধান কেটেছিল সেইবন-গেঁয়োদের সঙ্গে শু হয়েগেল ভীষণ কাজিয়া ।পা 'লহুর গ াঙেসিনান' করে উঠল ,মারা গেল বিস্তর লোক, বন গেঁয়োরা যুদ্ধেহার মেনে পালিয়ে গেল।

কিন্তু লড়াই জিতলে কী হবে ,রাজার আইনের চোখে পা তো এখন খুনি ।ধরা পড়লে ফাঁসির সম্ভাবনা ।অন্ধকার রাতে প া এল গোপনে সোনার কাছে বিদায় নিতে ।যে ভালোবাসারসংসার দুজনে গড়ে তুলেছিল মুহূর্তে তা চুরমার হয়ে গেল ।পাকে এখন যতদূরে সম্ভব পালিয়ে পালিয়ে থাকতে হবে।বিদায়ের সময় অবিরাম চোখের জলফেলতে ফেলতে পা তার শেষ কথা বলে গেল সোনাকে ঃ

''মোর কথা যদি মনেপড়ে সখি , যদি কোনো ব্যথা লাগে ,
দুটি কালোচোখ সাজাই য়া নিওকালো কাজলের রাগে।
সিন্দুর খানি পরিও ললাটে ....

চেয়ো মাঠ পানে ------- গলায়গলায় দুলিবে নতুন ধান ;
কান পেতে থেকো , যদি শোনোকভু সেথায় আমার গান ।
আর যদি সখি , মোরে ভালোবাসোমোর তরে লাগে মায়া ,

মোর তরে কেঁদে ক্ষয়করিও না অমন সোনার কায়া ''।

পা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ।সোনার আর প্রতীক্ষার শেষ নাই। যাকে দেখে তার কাছেই খোঁজকরে আর সারা রাত ধরে নক্সী কাঁথায় তার সারাজীবনের কাহিনী আঁকে।সব শেষে সেখানে আকেঁ তার নিজের কবর আর তার পাশে এক গেঁয়ে া রাখালের ছবি, যে বাঁশি বাজায় আরচোখের জলে বুক ভাসায়।

মরবার আগে সোনাতার বুড়িমাকে বলল, এই নক্সী কাঁথাটি যেন তার কবরের ওপর বিছাইয়া দেওয়া হয় ।যদি পা কে ানও দিন ফিরিয়া আসে সে জানবে যে,'জনমের মতো সব কাঁদাআমি লিখেগেনু কাঁথা ভরে'। তারপর অনেক অনেক দিন কাটল ।এক দিন গভীর রাতে গাঁয়ের মানুষজন শুনলো,কে যেন গভীর বেদনায় বাঁশি বাজাচ্ছে ।প্রভাতে তারা এসে দেখলো যেসোনা-র কবরের গায়ে 'রোগ পাণ্ডুর একটি বিদেশী মরিয়া রয়েছেহায়!' তার মাথার কাছে পড়ে আছে কয়েকখানা রঙিন শাড়ি, আর তার সারা গায়ে জড়ানো আছে সোনারহাতে বোনা সেই নক্সীকাঁথা ।

প্রায় পকথার মতোকাহিনী, তবে না আছে কোনও রাজপুত্র- রাজকন্যা , না কোনও রাক্ষসী বাপরিহুরি।গ্রাম বাংলার এই পকথার নায়ক - নায়িকা দু জনেই চাষিদের ঘরেরছেলে - মেয়ে ।যেমন খাদ নেই তাদের ভালোবাসায়, তেমনি নেই অ াষাঢ়েকোনও ভরসা ----- সুখের, মিলনের, উপসংহারের।এখানে পক্ষীরাজ ঘোড়ানেই , আছে দুখাই মিঞা'ঘটকালিতে পাকা', সাপের মাথায়মানিক নেই , আছে ধানের সোনা, কল্মী লতার দোল , বাঁশের বাঁশি। এখানে ভয়রাক্ষসীর নয়, ভয় খরার, এবং এখানে সর্বনাশের উৎস কাজিয়া । জসীমউদ্দীন ছাড়া আর কেই-বাএমন পকথালিখেছেন, লিখতে প ারতেন ? দীনেশচন্দ্রের সাগরেদি করা তাঁর বৃথা যায়নি।

উপমার জন্য কালিদাস বিখ্যাত।আধুনিক কাব্যের আলোচনায় বাক্ প্রতিমার কথা ঘুরে ফিরে আসে ।জসীমউদ্দীনের ক াব্য লেখার রীতি খুব আঁট সাটো নয়, বক্রোক্তিকারেরতারিফ তিনি পেতেননা ।কিন্তু তাঁর দেখার চোখ , বলবার ঢংএক ান্তই নিজস্ব। মাঠের মধ্যে বিল তাঁর চোখে 'জোলো রঙেরটিপ', তাঁর নায়িকাকে দেখায় যেন 'হলদে পাখির ছা',নায়িকার

মায়ের কথা গুলি 'যেন বঁড়শির মত বাঁকা ' , দুখাইঘটক যখন দাড়ি নাচিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতে যায় তখন মনে হয় 'বুড়ো বটের শিকড় যেন চলছে নাড়ি নাড়ি'আবার পা যখনফুল পাগড়িমাথায় দিয়ে 'জোড়া জামা' গায়ে শাদি করতে বেরোয় তখন'তেল কুচ কুচ কালো রঙে ঝলক দিয়ে যায়' ।কিন্তু সেইচাষিরছেলেতো একই সঙ্গে কবি এবং প্রেমিক ।তাই ঘুমন্ত সোনার দিকেচেয়ে 'তারি রাঙা মুখে বাঁশি - সুরে পা বাঁকাচাঁদ এনে ধরে' ।আর যখন পার অপেক্ষায় থেকে থেকে সোনার তনু খানি ভেঙে পড়ল, তার আগেই তার হৃদয় ভেসেছিল দুখের সাগরে 'সোঁতের পানা'-র মতো। এ কাহিনী র াজদরবারে অথবা বিদগ্ধজনের সভায় শোনাবার নয় ।রবীন্দ্রনাথ জানতেন তঁ৪ার গান যাই হোক তাঁর কবিতা সর্বত্র গ ামীনয় ।জসীমউদ্দীনও সর্বত্রগামী হবার স্বপ্ন দেখেননি ।গ্রামের যে মানুষদেরতিনি জানতেন তাদের কথাই্ তিনি লিখতে চেয়েছিলেন।

'অনন্তকাল যাদের বেদনারহিয়াছে শুধু বুকে
এ দেশের কবি রাখেনাই যাহামুখের ভাষায় টুকে ,
সে ব্যথাকে আমি কেমনে জানব ?তবুও মাটিতে কান
পেতে রই যদি কভু শোনা যায়কি কহে মাটির প্রাণ ।
....
যে বন - বিহগ কাঁদিতে জানেনা,বেদনার ভাষা নাই ,
ব্যাধের সায়ক বুকে বিঁধিয়াছেজানে তার বেদনাই'।

জসীমউদ্দীনের কান পাতাঅসার্থক হয়নি । শুধু বেদনাকে নয়, ভালোবাসার গভীর আনন্দকেও তিনি তাঁর নক্সী কাঁথার মাঠ -এ অনেকটাই ধরেছিলেনকিন্তু পরিবেশ অনুকূল ছিলনা, সহজাতকবিত্ব শক্তিকে তিনি অনুশীলনের দ্বারা সমৃদ্ধতর করেননি,বা তার সুযোদ পাননি।একদিন যিনি ব্যতিক্রম ছিলেন , হয়ত এখন তার প্রয়াস থেকে প্রেরণানিয়ে বাংলা কবিতায় নূতন ধারা প্রবর্তনের সময় এসেছে।আল্মাহ্মুদেরকবিতায় তারই আভাস দেখে একদাশিহরিত হয়েছিলাম। কিন্তু পরিনতি অর্জনের আগেই আল্মাহ্মুদ ধর্মীয়বালুস্তরের নীচে চাপা পড়ে গেলেন । নক্সী কাঁথার মাঠ -এ ধর্মীয় গোঁড় ামীর সামান্যতম আভাসওছিলনা। আমাদের তিরিশের এবং চল্লিশের বিদগ্ধ 'প্রগতিশীল 'কবিদের তুলনায় জসীমউদ্দীন ছিলেন অনেক বেশি
খাঁটি সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত মানুষ।
উল্লেখ পঞ্জী
। শেষ জীবনে জসীমউদ্দীনতাঁর জীবনকথায় (প্রথম প্রকাশ৯৬৪ ।৯৯৯ সংস্করণ থেকেউদ্ধৃত)লিখেছেন ঃ 'নজলের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আত্মীয়তাথাকিলেও আমরা দু জনে দুই জগতের লোক । নজল ছিলেন বিদ্রোহী ---- ভাঙার প্রতীক । তিনি বলিতেন ,'আমি আগে ভাঙিয়া লইব । তারপর সেখানে নবীনেরা আসিয়া নতুনসৃষ্টির উল্লাস মাতিবে '। আমি বলিতাম , 'আমাদের যা আছেতারই উপর নতুন সৃষ্টি করিতে হইবে। পুরতনের ভিতর যা কিছুমণিমানিক্য আছে তাহা ঘষিয়া মাজিয়া লোকচক্ষুর গোচর করিতেহইবে।'.... পৃ ৩১।

২। দীনেশচন্দ্র সেন(১৮৬৬-১৯৩৯) এর আগেও বাংলা ভাষা , সাহিত্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে কিছুমূল্যবান কাজ হয়েছিল। কিন্তু তিনিইপ্রথম নদীমাতৃক বাংলা দেশের গ্রামজীবন এবং সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গপরিচয় দেবার চেষ্টা করেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য , History of Bengali Languageand Literature , বঙ্গসাহিত্য -পরিচয়, বৃহৎবঙ্গ,
TheFolk Literatureof Bengal , ÛõÑ Î÷±é Õ±é àËGÍ÷÷ò¿üÑý áÏ¿îß± Ý óÓõÇõ/ áÏ¿îß± ÛõÑ ý×ÑËõþ¿æ
Õ±Ëù±äò± Ý ÕòÅõ±ð Eastern Bengal Ballads ----- Ûüõý× îÒ±õþÕü±÷±òÉ ßÏ¿îÇ¼ ó¿}÷õ±Ñù ±õþ ðÅöÇ±áÉ ,
ðÏËò}f îÒ±õþ ü±õþ± æÏõËòõþü±ñò±ûþ Îû óï ë×iœÅM ßËõþ¿åËùò, Îû ðÔ¿©† ë×Ëiœ ±äòßËõþ¿åËùò , óõþõîÇÏ ›¶æiœõþ± î± ÎiËß Þ¶õþí± üÑáèýßËõþ¿ò¼

3¼ ý×ÑËõþ¿æ ÕòÅõ±Ëð Gipsy Wharf ß±õÉáèLš¿é UNESCO ›¶¿î‡

±Ëòõþ Representative Works :Asian Series - Ûõþ Õ™LöÇÓM ýûþ¼ Û¿éõþ ¿Zïïûþ üÑ¦¨õþí¶ß± ¿úî ýËûþËå ¼
4¼ Æð¿òß õüÅ÷îÏ•8ÎüË›I×¥¤õþ925— üLa™¦ ýËûþ ›¶Ÿ ßËõþ , üõþß±õþ ÎûÕ±ý×ò ßËõþ Îß±õþô± ä±¿øËß öÓ¿÷üMW Îðõ±õþ ›¶¦î±õ ßËõþËåò î±õþüË/ õùËú¿öß æõõþð¿™¦õþ îô±È ßÏ· Õ±R ú¿M •15 Î÷925—ÎùËà , ä±ø±öÓËø±Ëß õ±ñÉî±÷Óùß ö±Ëõ ›¶±ï¿÷ß ¿úŽ± ¿ðËù î±õþ±¿ß Õ±õþ æ¿÷õþ ß±æ ßõþËõ ò± ß±ë×Ëß ÷±òËõ· Û Îî± üõÇò±úËß ¿ò÷Laí æ±ò±Ëò±¼ Report on Newspaper in Bengal,925.

5¼ Report of theIndian Staturity Commission, Vol IV , pp12-15, London ,930. Ûý× ¿õþËó ±éÇÕòÅü±Ëõþ qñÅ Û¿›¶ù ÷±Ëüý× Ûý× ü±¥xð±¿ûþß ð±/±ûþ10 æò ÷±õþ± û±ûþ, 975æò Õ±ýî ýûþ ¼ î± å±h± ^©†õÉ Report of theRiot Enquiry Committee of the IndianAssociation, ßùß±î± ,1926¼
6¼ õþõÏfò±ï ê±ßÅõþ ,‘ñ÷Ç Ý æhî± ’ , ú±¿™L¿òËßîò ÷¿jËõþ ö±øí , ¿Ž¿îÎ÷±ýò Îüò ÕòÅ¿ù¿àî , ›¶õ±üÏ , Õ±ø±ïÿ ,1333¼ 21 Û¿›¶Ëùõþ Ûý×ö±øí¿éõþ ¿îò ül±ý óËõþ ÎùËàò ‘ñ÷ÇË÷±ý’ ß¿õî±¼

Ëû óÓæ±õþ Îõ¿ð õþËM¿áËûþËå ÎöËü
ö±Ëã±, ö±Ëã± , Õ±¿æ ö±Ëã± î±Ëõþ ¿òÐËúËø ,---
ñ÷Ç ß±õþ±õþ ›¶±äÏËõþ õ<ý±Ëò± ,
Û Õö±á± ÎðËú :±Ëòõþ Õ±Ëù±ß Õ±Ëò±¼

7¼ J. h. Broomfield, Elite Conflict in a Plural society : Twentieth Century Bengal , Berkeley andL.A.968, p. 284 .

8¼ ì±ß±ûþ õÅ¿Xõþ ÷Å¿MÕ±Ëj±ùËòõþ ü¥óËßÇ ›¶ï÷ ¿õ™¦±¿õþî Õ±Ëù±äò± ß¿õþ977 ü±Ëù ‘The Sikha movement : the Bengali Muslim Intelligentsia in Search of Modernity’ ›¶õËg ¼ Û¿é Õ ±÷±õþ Thenew Renaissance áèËLš üÑß¿ùî ýËûþËå €998, óÔ Ð 81 -99 ¼ ¿õøûþ¿é¿òËø Ûß¿é îïÉóÓíÇ áèLš ÎùËàò
Îà±jß±õþ ¿üõþ±æÅù ýß, ÷Åü¿ù÷ ü±¿ýíÉ ü÷±æ , ì±ß± ,1984¼

9¼ ÛËðÒõþ ÷ËñÉ ¿õËúøö±Ëõ ë×Ë{¡àÉ ÆüûÞð Ýø±¿ùë×{¡±ýÄ,ô±õþà Õ±ý÷ð , Õ±õðÅù á¿í ý ±æ±õþÏ , Õ±õÅ æ±ôõþ ú±÷üÅVÏò, Õ±ýü±ò ý±¿õõ æUõþÎý±Ëüò ÎäÌñÅõþÏ , òÅõþ òÝûþ±æ, î ±æÅù Îý±Ëüò , õÅùõÅù ÎäÌñÅõþÏ, ÷Åý¥œð Õ±sÅù ý±ý×, ¿üß±jõþ Õ±õÅ æ±ôõþ, ý¿õõÅõþ õþý÷ ±ò , ýõÏõÅ{¡± õ±ý±õþ ÎäÌñÅõþÏ , ü±ý×ðÅõþ õþý÷±ò, Õ±õðÅù ÷±Ëüß,ü±ù±ýÄë×VÏò Õ±ýË÷ð , úÝßî Ýü÷±ò Ý Õ±sÅù Îý±Ëüò ¼ Îùà± õ±UùÉ Îðú ö±Ëáõþ óõþÛõþÒ± ›¶±ûþüßËùý× ì±ß±ûþ äËù û±ò , ÛõÑ ¿öi§ ¿öi§ óËï äËùò¼’75 ü±Ëù ûàò ì±ß±ûþ û±ý× ÛËðÒõþ ¿öîËõþ ûÒ±õþ± îàË±ò æÏ¿õî ¿åËùòîÒ±Ëðõþ üË/ óÅËõþ±Ë±ò ¿ðËòõþ ÕËòß üÅà- ðÅÐËàõþ ßï± ýûþ¼

0¼ æüÏ÷ë×VÏò , òßÄüÏßÒ±ï±õþ ÷±ê , ì±ß± ,2002 ¼ ›¶ß±úËßõþ ¿õõõþí ÎïËß æ±ò± û±ûþ929ü±Ëù ›¶ï÷ ›¶ß±Ëúõþ óõþ Ûý× ß±õÉ áèLš¿éõþ Û û±õÈ ë×¿òú¿éüÑßùò Îõ¿õþËûþËå ¼ Îðúö±Ëáõþ Õ ±Ëáý× î±õþ ÷ËñÉ å-¿é üÑ¦¨õþÍõ¿õþËûþ¿åù ¼Õïä üÅßÅ÷±õþ Îüò õþ¿äî ÛõÑ ü±¿ýíÉ Õ±ß ±Ëð¿÷ ›¶ß±¿úî History of Bengali Literature
áèËLš , æüÏ÷ë×VÏËòõþ ò±Ë÷õþ ë×Ë{¡à óûÇ™LÎòý×, ¿ßc ü÷õþ Îüò ÕõÑ U÷±ûþÅò ßõÏõþ ¿õ¿ú©† ß¿õ ¿ýËüËõÕ™LöÇÅM ýËûþËåò ¼

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com